মেহেরপুরের হাজারো নেতা কর্মি ট্রেনে চড়েই খুলনার গনসমাবেশে গেছেন

মেহেরপুর থেকে সবখানে বাস চলাচল করলেও শুধু খুলনার পথে বন্ধ রেখে ছেন পরিবহন মালিক ও শ্রমিকরা। এতে খুলনায় শনিবারের বিভাগীয় গণসমা বেশে যোগ দেওয়ার জন্য বিএনপির নেতাকর্মীরা ট্রেন বেছে নিয়েছেন। হাজারো নেতা কর্মি নিয়ে ট্রেনে চড়েই খুলনার গণসমাবেশে যোগ দিে লন মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

মেহেরপুর জেলার নেতা কর্মি শুক্রবার সকাল থেকে জড়ো হয় আলমডাঙ্গা , চুয়াডাঙ্গাসহ বিভিন্ন স্টেশনে। পরে সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে খুলনার উদ্যেশ্যে রওনা হন তারা।

মেহেরপুর জেলার অধিকাংশ নেতাকর্মী খুলনার গণসমাবেশে যোগ দেবেন। তারা শুরু হওয়ার আগেই খুলনা পৌঁছে যান বলে সূত্রমতে জানা গেছে।

বিভিন্ন দাবিতে বিভাগীয় পর্যায়ে গণসমাবেশের ধারাবাহিকতায় শনিবার খুলনা মহানগরীর সোনালী ব্যাংক চত্বরে সমাবেশের আয়োজন করেছে বিএ নপি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন বুধ ও বৃহস্পতিবার রাতেই অনেক নেতাকর্মী বিভিন্ন ভাবে খুলনা চলে গেছেন। অনেকে শুক্রবার সকালে আলমডাঙ্গা ও চুয়াডাঙ্গা থেকে ট্রেনে করে খু লনা পৌছেছেন।

জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সাধারণ জুলফিকার আলী ভূট্টো বলেন,“দু র্ভোগ ও কষ্ট করে করে হলেও মেহেরপুর বিএনপির নেতাকর্মীরা খুলনার সমাবেশে যোগদান করেছেন। তিনি বলেন সমাবেশকে ঘীরে সরকার বাস যো গাযোগ বন্ধ করে মানুষের সাথে তামাশা করেছে।”গাংনী উপজেলা বিএনপি র সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, খুলনা যাওয়া নেতা- কর্মীদের পুলিশ নানাভাবে হয়রানি করছে।”

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ আরুন, সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন খুলনার গণ সমাবেশ সফল করতে